ইউনিট
৮

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা
(Money and Banking System)

ভূমিকা

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেত্ত অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার এই অর্থ নিয়ে কাজ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংক। মানুষের একটি গ্রুপ আছে যারা তাদের উদ্ধৃত্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে, আবার আর একটি গ্রুপ আছে যারা ঐ অর্থ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করে থাকে। এই ইউনিটে অর্থ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৭ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৮.১: অর্থের প্রচলন

পাঠ ৮.২: অর্থ ও অর্থের কার্যবলী

পাঠ ৮.৩: বাণিজ্যিক ব্যাংক

পাঠ ৮.৪: কেন্দ্রীয় ব্যাংক

পাঠ ৮.৫: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

পাঠ ৮.১ অর্থের প্রচলন (Money Circulation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- অর্থের বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

দ্রব্য বিনিময় প্রথা

মানব সভ্যতার শুরুতে মানুষের চাহিদা কম ছিল। তাই তারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন করতে সক্ষম ছিল। এর ফলে বিনিময়ের প্রয়োজন হতোনা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের চাহিদার প্রকৃতি ও পরিমাণের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে এককভাবে কোন ব্যক্তি, পরিবার এমনকি সমাজের পক্ষেও তাদের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিলো না। তাই প্রয়োজন হল বিনিময়ের। মানুষ তার নিজের উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে অন্যের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করে অভাব মিটানোর চেষ্টা করত। এ ভাবে অভাব পূরণের উদ্দেশ্য একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য একটি দ্রব্য সরাসরি বিনিময় করাকে অর্থনীতিতে "দ্রব্য বিনিময় প্রথা" বলে। অর্থ প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এ ভাবে নিজের দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে দ্রব্য সংগ্রহ করত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কৃষক তার ধানের বিনিময়ে জেলের নিকট থেকে মাছ সংগ্রহ করত। তাঁতী তার কাপড়ের বিনিময়ে জেলের কাছ থেকে মাছ, কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করত।

দ্রব্য বিনিময় প্রথা কার্যকর হওয়ার জন্য তিনটি পূর্বশর্ত আবশ্যক। শর্তগুলো হলো:

১. বিনিময়ে আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যের দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে।
২. অন্যের দ্রব্য পাওয়ার বিনিময়ে নিজের দ্রব্য প্রদানের ইচ্ছা থাকতে হবে।
৩. প্রাপ্ত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ এবং প্রদত্ত দ্রব্যের জন্য ত্যাগকৃত উপযোগ কমপক্ষে পরস্পর সমান হতে হবে।

এই তিনটি শর্ত পূরণ হলেই দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময় করা সম্ভব হতো।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চাহিদার প্রকৃতি ও পরিধির বিস্তৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সে ক্ষেত্রে দ্রব্য বিনিময় প্রথার বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **অভাবের অসামঞ্জস্যতা:** দ্রব্য বিনিময় প্রথার সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ছিল বিনিময়কারীদের অভাবের অসামঞ্জস্যতা। একজন ব্যক্তি ধানের বিনিময়ে যদি কাপড়ের চাহিদা পূরণ করতে চায়, পক্ষান্তরে কাপড়ের মালিকের যদি ধানের প্রয়োজন না থাকে সেক্ষেত্রে ধানের ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হতো না। সুতরাং দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার যে প্রধান শর্ত বিনিময়কারীদের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক বাস্তবে এ ধরণের সামঞ্জস্যতা সাধন করা কষ্টদায়ক ছিল।

২. **দ্রব্যের অভিভাজ্যতা:** দ্রব্য বিনিময় প্রথার একটি অন্যতম অসুবিধা ছিল দ্রব্যের অবিভাজ্যতা। অর্থাৎ এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে বিনিময় করা সম্ভব নয়। যেমনঃ গরু, ছাগল, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি। এ সমস্ত দ্রব্যের অবিভাজ্যতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রব্য বিনিময় করা সম্ভবপর ছিল না।

৩. **মূল্য পরিমাপের অসুবিধাঃ** দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের কোন সাধারণ মাপকাঠি বা একক ছিল না। ফলে একটি দ্রব্যের সাথে অন্যান্য দ্রব্য কি এককে বিনিময় করা হবে তা নির্ধারণ করা বেশ অসুবিধাজনক ছিল। যেমনঃ একটি গরুর বিনিময়ে কি পরিমাণ চাল পাওয়া যাবে তা নির্ধারণ করা অসুবিধাজনক ছিল। আর তাই দ্রব্য বিনিময় প্রথার মূল্য পরিমাপের কোন সাধারণ মানদন্ড বা একক না থাকায় বিনিময়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করা সম্ভবপর ছিল না।

৪. **মূল্য সঞ্চয়ের অসুবিধাঃ** দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্য ছাড়া সঞ্চয়ের আর কোন উপায় ছিল না। অন্যদিকে অনেক দ্রব্য পচনশীল হওয়ার কারণে তা বেশিদিন সংরক্ষন সম্ভবপর ছিল না। এমতবস্থায় দ্রব্য সামগ্রী সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল না যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতো।

৫. **ঋণ পরিশোধের অসুবিধাঃ** এই প্রথায় মানুষকে ঋণ গ্রহণ ও প্রদান করতে হতো দ্রব্যের মাধ্যমেই। যেটা ছিল অত্যন্ত অসুবিধাজনক। কারণ, দ্রব্য পচনশীল এবং দ্রব্য মূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল হওয়ার কারণে ঋণ গ্রহীতার পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋণদাতাকে সমগুণ সম্পন্ন দ্রব্য ফেরত দিতে পারতো না। এতে করে ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতা কোন একজনকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো।

৬. **মূল্য স্থানান্তরের অসুবিধাঃ** দ্রব্য বিনিময় প্রথায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মূল্য স্থানান্তরের কোন মাধ্যম না থাকায় সরাসরি দ্রব্য স্থানান্তর করতে হতো। কিন্তু সব দ্রব্য দূরবর্তী স্থানে সময়মত বা কাঙ্খিত আকারে স্থানান্তর করা যেত না। এ জন্য মানুষকে যথেষ্ট অসুবিধার পড়তে হতো এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্রমবিকাশ বাধার সম্মুখীন হতো।

এ সমস্ত অসুবিধার কারণে দ্রব্য বিনিময় প্রথা মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমাধান দিতে সক্ষম হয় নি। তাই সময়ের বিবর্তনে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বাতিল হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের প্রচলন শুরু হয়।

অর্থের বিবর্তনের ইতিহাস

মুদ্রা আবিষ্কারের শুরুতে এমন সব দ্রব্য ব্যবহার হয়েছিল যেগুলো কেবলমাত্র মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মিটাতে সক্ষম ছিল। যে দ্রব্যটিকে বিনিময়ের জন্য প্রস্তুত করা হতো তা নির্বাচন করা হতো একটি নিয়মনীতির মধ্যে।
নিয়মগুলো ছিল এরূপ:

- ❖ যে দ্রব্যটিকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করা হবে তা খুব সহজপ্রাপ্য হতে হবে। কোন অবস্থায় তা দুস্প্রাপ্য হতে পারবে না।
- ❖ সহজে বহনযোগ্য

বিনিময়ের এ মানদন্ড হিসেবে প্রথমে গৃহপালিত পশুকে বেছে নেয়া হয়। এ প্রথায় বিনিময়ের মানদন্ড সংরক্ষণে অসুবিধা দেখা দিতে শুরু করল। অসুবিধা নিরসনকল্পে মানুষ নতুনভাবে চিন্তা শুরু করল। এই নতুন বিনিময় মাধ্যমের নির্বাচিত দ্রব্যের উপর আরোও নতুন শর্ত আরোপ করা হল। আর নতুন শর্ত হচ্ছে- দ্রব্যটি মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী এবং দ্রব্যের প্রত্যেকটি একক সমমানের হওয়া আবশ্যক। নতুন দ্রব্য হিসেবে মানুষ প্রথমে বেছে নেয় স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে। সেই সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত রৌপ্য মুদ্রার সচরাচর ব্যবহার চালু ছিল। কিন্তু মুদ্রা দুটো বিনিময়ের ক্ষেত্রে নতুন কিছু সমস্যা তৈরি করে। মানুষের ব্যবসায়িক লেনদেন প্রসারের সাথে বণিকদের হাতে প্রচুর অর্থ জমতে লাগল। আর ধাতব মুদ্রা বহন করা ছিল খূবই কষ্টদায়ক। এ ছাড়া মুদ্রার ব্যবহারিক মুল্য এবং তার বাজার মূল্য নিয়ে একটি বড় ধরনের পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এ সব বিভিন্ন কারণে মানুষ স্বর্ণ ও রোপ্যকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে লাগল।

কাগজি মুদ্রার প্রচলন

বিনিময় মাধ্যমের ক্রম বিবর্তন ধারায় তৃতীয় পর্যায়ে আসে কাগজি মুদ্রা। কাগজি মুদ্রা প্রচলনের প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন গোল্ড স্মীথ। গোল্ড স্মীথরাই প্রথম বারের মত বণিকদেরকে তাদের নগদ অর্থ এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি আমানতের বিনিময়ে প্রাপ্তি রশিদ দেয়া শুরু করেছিল। এই রশিদই পরে ব্যাংক নোটের আকারে কাগজি মুদ্রা হিসেবে প্রচলন শুরু করে। বর্তমান বিশ্বে কাগজি মুদ্রাই সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বিনিময়ের একটি সার্বজনীন মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত।

শিক্ষার্থীর কাজ

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপঃ

- অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য একটি দ্রব্য সরাসরি বিনিময় করাকে অর্থনীতিতে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কাগজি মুদ্রার প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন?

ক. রবার্টসন খ. গোল্ড স্মীথ গ. ক্রাউথার ঘ. ওয়াকার

২) অর্থ আবিস্কারের শুরুতে বিনিময়ের মানদন্ড হিসেবে প্রথম বেচে নেয়া হয়।

ক. গৃহপালিত পশু খ. স্বর্ণ গ. রোপ্য ঘ. কাগজী মুদ্রা

৩। মুদ্রা হিসাবে মানুষ প্রথম ব্যবহার করে–

i. স্বর্ণ ii. রৌপ্য iii. তামা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো হলো–

i. অভাবের অসামঞ্জস্যতা

ii. দ্রব্যের অভিভাজ্যতা

iii. মূল্য পরিমাপের অসুবিধা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ৮.২ অর্থ ও অর্থের কার্যাবলী
(Money and Functions of Money)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- অর্থের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থের সংজ্ঞা

অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। অতএব যে বস্তু সকলেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তাকেই অর্থ বলা হয়। কোলের মতে, "অর্থ এমন একটি জিনিস যা সাধারণভাবে সকলেই দেনা-পাওনা মিটাতে ও ঋণ পরিশোধ করতে ব্যবহার করে।" লর্ড কীন্‌সের মতে, "অর্থ এমন একটি দ্রব্য যা হস্তান্তর করে ঋণচুক্তি মিটানো যায় এবং যার মাধ্যমে ক্রয় ক্ষমতাকে ধরে রাখা যায়।" ওয়াকারের ভাষায়, "অর্থের কার্যাবলির দ্বারাই অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়।" অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সর্বজন গ্রহনযোগ্যতা। অর্থ হল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় মাধ্যম এবং এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের একক আছে। আর এটাকে সঞ্চয় করা সম্ভব।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে অর্থকে বিভিন্নভাবে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থের শ্রেণিবিভাগ নিচে আলোচনা করা হল:

হিসাবী মুদ্রা ও প্রকৃত মুদ্রা: অর্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. **হিসাবী মুদ্রা:** হিসাবী মুদ্রা হল দেশের প্রচলিত মুদ্রার নাম। প্রত্যেক দেশেই অর্থের এক একটি নাম থাকে যার দ্বারা ঋণ ও মূল্যের হিসাব রাখা হয়। বাংলাদেশের টাকার মাধ্যমে লেনদেন করা এবং হিসাব রাখা হয় বলে টাকাই বাংলাদেশের হিসাবী মুদ্রা। অনুরূপভাবে, আমেরিকায় ডলার এবং কুয়েতে দিনার হিসাবী মুদ্রারূপে কাজ করে।

খ. **প্রকৃত মুদ্রা:** যে কাগজি মুদ্রা বা ধাতব মুদ্রার সাহায্যে বিনিময় কাজ চলে তাকে প্রকৃত মুদ্রা বলে। প্রকৃত মুদ্রার পরিবর্তন ঘটলেও হিসাবী মুদ্রার নাম একই থেকে যায়। বাংলাদেশে ৫০০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০ টাকা, ২০ টাকা, ১০ টাকা, ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ৫০ পয়সা, ১০ পয়সা, ৫ পয়সা হচ্ছে প্রকৃত মুদ্রা।

কাগজি মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা: প্রকৃত মুদ্রাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- কাগজি মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা।

ক. **কাগজি মুদ্রা:** কাগজি মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচলন করে। কাগজি মুদ্রার উপর লিখিত মূল্য- ইহার অন্তর্নিহিত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি হয়। আধুনিককালে অধিকাংশ অর্থই কাগজি মুদ্রা।

খ. **ধাতব মুদ্রা:** ধাতব মুদ্রা ধাতুর দ্বারা নির্মিত হয় এবং ইহার অন্তর্নিহিত মূল্য আছে।

অর্থের কার্যাবলি

বর্তমান বিশ্বে আধুনিক মানব সভ্যতায় আমাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে অর্থ ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অর্থ ছাড়া মানব জীবন অচল। আমাদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় সকলই অর্থের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। জনৈক অর্থনীতিবিদ অর্থের কার্যাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে কবিতার ভাষায় বলেছেন:

যাহা করে বিনিময় ও মূল্য পরিমাপ

ঋণ পরিশোধ আর সঞ্চয় সাধন
অর্থ বলি গণ্য তারে করে সর্বজন।

অর্থের কার্যাবলির নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. **বিনিময়ের মাধ্যমঃ** অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। অর্থের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। বিক্রেতা যেমন কোন দ্রব্যের মূল্য অর্থের মাধ্যমে গ্রহণ করে সেরূপ ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। অর্থ বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম হিসাবে গণ্য।

২. **মূল্যের পরিমাপকঃ** ধন-সম্পদের মূল্য পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হয়। সমাজের সমগ্র দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং এর সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয়, ঋণদান ও পরিশোধ প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেনের হিসাব করা হয়।

৩. **সঞ্চয়ের বাহনঃ** মানুষ তার ভোগ ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চয় করে । কিন্তু দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল বলে দ্রব্যের মাধ্যমে সঞ্চয় করা অসুবিধাজনক। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গণ্য হয় বলে অর্থের সাহায্যে যে কোন জিনিস ক্রয় করা সম্ভব। সেজন্য দ্রব্যসামগ্রী সঞ্চয়ের পরিবর্তে অর্থ সঞ্চয় করা অধিকতর সুবিধাজনক। কারণ, এর ফলে স্থান সংকুলান হয় এবং সঞ্চিত সম্পদ সহজে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেজন্য অর্থকে সঞ্চয়ের বাহন বলা হয়ে থাকে।

৪. **ঋণ পরিশোধের উপায়ঃ** অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ যেমন সহজ, সেরূপ ঐ ঋণ পরিশোধ করাটা সুবিধাজনক। কারণ দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করলে সে ঋণ পরিশোধের বেলায় যে দ্রব্যটি নেয়া হয়েছিল অবিকল সে রকম দ্রব্য ফেরত দিতে হয়। এটা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অর্থের মাধ্যমে লেনদেন করায় সে অসুবিধা থাকে না।

শিক্ষার্থীর কাজ

অর্থের কার্যবলীর একটি তালিকা তৈরী করুন।

সারসংক্ষেপ

অর্থঃ অর্থ বিনিময় মাধ্যম। অতএব, যে বস্তু সকলেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকে তাকেই অর্থ বলা হয়।

- অর্থের কার্যবলীঃ i) বিনিময়ের মাধ্যম ii) মূল্যের পরিমাপক iii) সঞ্চয়ের বাহন iv) ঋণ পরিশোধের উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রকৃত মুদ্রা কয়ভাগে বিভক্ত?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

২. যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে তার নাম কি?
ক. ব্যাংক খ. মুদ্রা গ. টাকা ঘ. বিনিময়

৩. প্রকৃত মুদ্রা বলতে বোঝায়?
i. স্বর্ণ মুদ্রা ii. ধাতব মুদ্রা iii. কাগজি নোট
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। অর্থের কার্যবলী হলো-
i. বিনিময়ের মাধ্যম ii. মূল্যে পরিমাপক iii. সঞ্চয়ের বাহক
নিচের কোনটি সঠিক-
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii গ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শাফিন বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম জানে। বাংলাদেশের টাকার মাধ্যম লেনদেন করা ও হিসাব রাখা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে মুদ্রার নাম থাকে। ধাতব মুদ্রা ধাতু দ্বারা নির্মিত হয়।

৫। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম দ্বারা কোনটির মিল রয়েছে?

ক. হিসাবি মুদ্রা খ. ধাতব মুদ্রা গ. প্রকৃত মুদ্রা ঘ. কাগজি মুদ্রা

৬। ধাতু দ্বারা নির্মিত মুদ্রার মধ্যে কোন রুপটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. প্রতীক মুদ্রা খ. কাগজি মুদ্রা গ. ধাতব মুদ্রা ঘ. ঐচ্ছিক মুদ্রা

পাঠ ৮.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ব্যাংকের ধারণা দিতে পারবেন;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ব্যাংকের সংজ্ঞা

ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থ সঞ্চয়কারী ও ঋণ গ্রহণকারী এ দু'পক্ষের মধ্যে সেতু বন্ধন করে ব্যাংক। ব্যাংক সব ধাধারণ মানুষের কাছ থেকে সঞ্চয়কে আমানত হিসাবে গ্রহণ করে এবং সে অর্থ বিভিন্ন ব্যবসা ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য প্রদান করে থাকে। ব্যাংক যে অর্থ জমা রাখে তার জন্য লাভ বা সুদ প্রদান করে ঋণ গ্রহনকারীর কাছ থেকে লাভ বা সুদ আদায় করে থাকে।

ব্যাংকের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে কতিপয় প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংকের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হলো:

১. 'ব্যাংক হচ্ছে একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী; এটি ঋণ আদান-প্রদানের কারবারী' –কেয়ার্নক্রস।
২. 'ব্যাংক তার নিজের ও অপরের টাকার ঋণের ব্যবসা করে'–ক্রাউথার।
৩. 'ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণ অপরাপর লোকের ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণভাবে গৃহীত হয়' – আর. এস. সেয়ার্স।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। জনগণের নিকট থেকে গৃহীত আমানতী অর্থের ওপর যে হারে সুদ দেয়া হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের ওপর তার চেয়ে বেশি হারে সুদ আদায় করে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক আর্থিক লেনদেন গতিশীল রাখার লক্ষ্যে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, অর্থ স্থানান্তর এবং আমানতকারীদের প্রতিনিধি ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে।

অর্থনীতিবিদ গিলবার্টের মতে, "অর্থ ও মূলধনের মধ্যস্থ কারবারী হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক শর্ত সাপেক্ষে এক পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণ করে অন্য পক্ষকে ঋণ দান করে।"

অধ্যাপক রাজার বলেন, "মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য অর্থ ও অর্থের মূল্য নিরূপণযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।"

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যকে স্মরণ রেখে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। কার্যাবলির প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা- সাধারণ ব্যাংকিং, প্রতিনিধিত্বমূলক ও জনহিতকর কার্যাবলি।

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি: বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রাথমিকভাবে যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করে সেগুলোকে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি বলা হয়ে থাকে। এ কার্যাবলি নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১। **আমানত গ্রহণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। এ ব্যাংক সাধারণত চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী-এ তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে থাকে।

(i) যে আমানতের অর্থ যে কোন সময়ে উত্তোলন করা যায় তাকে 'চলতি বা চাহিদা আমানত' বলে। এ আমানতের ওপর ব্যাংক সাধারণত কোন সুদ বা লাভ দেয় না।

(ii) যে আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়/মেয়াদে কত বার এবং সর্বোচ্চ কি পরিমাণ উত্তোলন যাবে তা উল্লেখ থাকে তাকে 'সঞ্চয়ী আমানত' বলে। এ আমানতের ওপর ব্যাংক অল্প হারে সুদ বা লাভ প্রদান করে।

(iii) যে আমানতের অর্থ পূর্ব-নির্ধারিত সময়/মেয়াদ শেষে উত্তোলন করা যায় তাকে 'স্থায়ী আমানত' বলে। এ আমানতের ওপর ব্যাংক বেশি হারে সুদ বা লাভ প্রদান করে থাকে।

২। **ঋন প্রদান:** ঋণ প্রদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংক ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। সাধারণত ব্যবসা- বাণিজ্য ও উৎপাদনশীল কাজে স্বল্প মেয়াদে এ ঋণ প্রদান করে। উপযুক্ত জামানতের বিপরীতে ব্যাংক এ ঋণ প্রদান করে থাকে।

৩। **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:** নোট প্রচলনের ক্ষমতা না থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে ব্যাংক আর্থিক লেনদেন সহজ, নিরাপদ ও গতিশীল করে। বর্তমানে ব্যবসায়ে বেশি অংকের লেনদেন চেকের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৪। **হুন্ডি বাট্টা করা:** নির্দিষ্ট হারে বাট্টা ধার্য করে হুন্ডি বা বিনিময় বিল ভাঙ্গিয়ে দেয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হুন্ডির সময়/মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই তা ভাঙ্গিয়ে ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য বাধাহীনভাবে চালাতে সাহায্য করে থাকে।

৫। **সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন:** দেশের জনসাধারণের ভোগের পর তাদের নিকট অলসভাবে পড়ে থাকা ছাড়ানো-ছিটানো সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করা এ ব্যাংকের অন্যতম কাজ। এভাবে দেশে মূলধন গঠিত হয়।

৬। **বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসংস্থান:** বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দেনা-পাওনার নিস্পত্তি করে থাকে। বৈদেশিক বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, বিল বাট্টা করা, আমদানি ও রপ্তানিকারকদেরকে ঋণ প্রদান, মেইল এর মাধ্যমে বিদেশে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির মাধ্যমে এ ব্যাংক আন্তর্জাতিক বণিজ্যে অর্থের সংস্থান করে থাকে।

খ. **প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি:** গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকেই প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি বলে।

এ কার্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, মেল ট্রান্সফার ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকদের অর্থ সহজে ও কম খরচে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতে সাহায্য করে থাকে।

২. এ ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষ হতে অন্য ব্যাংকের ওপর লিখিত চেক, বিল ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে।

৩. এ ব্যাংক অনেক সময় বেতনভোগী আমানতকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বেতনের বিল সংগ্রহ করে তার হিসেবে জমা করে থাকে।

৪. এ ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষ থেকে তাদের প্রাপ্য বাড়ি ভাড়া, কোম্পানির লভ্যাংশ, প্রাপ্তব্য সুদ, পেনসনের টাকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে।

৫. এ ব্যাংক গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধ করে থাকে।

৬. এ ব্যাংক গ্রাহকদের সম্পত্তির অছি বা জিম্মাদার হিসেবে কাজ করে থাকে।

৭. এ ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষ থেকে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

৮. এ ব্যাংক মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে।

গ. **জনহিতকর কার্যাবলি:** গ্রাহকদের কল্যাণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব কাজ সম্পাদন করে সেগুলোই হল ব্যাংকের জনহিতকর কার্যাবলি।

এ কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের মূল্যবান অলংকার, বন্ড, ঋণপত্র, দলিলপত্র ইত্যাদি 'লকারে' রাখার ব্যবস্থা করে তার নিরাপত্তা বিধান করে থাকে।
২. এ ব্যাংক প্রয়োজনে তার গ্রাহকদের আর্থিক সঙ্গতির সনদপত্র প্রদান করে।
৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় নতুন কোম্পানির শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদি অবলেখন করে।
৪. এ ব্যাংক গ্রাহকদেরকে নানা প্রকার আর্থিক ও বাণিজ্যিক পরামর্শ প্রদান করে থাকে।
৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় অর্থ, ব্যাংক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রদান করে।

এ সব কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করে ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যাংক: ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থ, সঞ্চয়কারী ও ঋণ গ্রহণকারী এ দু'পক্ষের মধ্যে সেতু বন্ধন করে ব্যাংক।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক: বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সংগ্রহীত অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী: i) সাধারণ ব্যাংকিং ii) প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যাংকিং iii) জনহিতকর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ব্যাংকে জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গচ্ছিত মুদ্রা রাখার মধ্যে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ব্যাংক আমানত খ. নগদ মুদ্রা গ. চলতি আমানত ঘ. সৃষ্ট আমানত

২। বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে আমানতকারীদের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করে?
ক. সুদের মাধ্যমে খ. মুনাফার মাধ্যমে গ. ঋণের মাধ্যমে ঘ. বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হল
i. ঋণ প্রদান করা ii. আমানত সংগ্রহ করা iii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায় বানিজ্যের প্রাণকেন্দ্র, এর যৌক্তিক কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক–
i. সহজ শর্তে ঋণ দেয়
ii. সুদ প্রদান করে
iii. স্বল্প মেয়াদি ঋণ দেয়
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আনিসুর রহমান একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তার ব্যবসার অর্থ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখেন। সপ্তাহের যে কোন দিন ঐ অর্থ প্রতিষ্ঠান থেকে উঠানো যায়। তবে ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আনিসুর রহমানকে কোন প্রকার লাভ প্রদান করে না।

৫। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হল

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. সমবায় ব্যাংক গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. গ্রামীন ব্যাংক

৬। দেশের অর্থনীতিতে উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবদান হলো–

i. মুদ্রার মান সংরক্ষণ করা

ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন

iii. মুলধন গঠন

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ৮.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারনা দিতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা

যে ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে এবং অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। দেশে মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী এ ব্যাংক সরকার ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার, ঋণ ও বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের আর্থিক প্রতিনিধি ও আর্থিক পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংক আইন মোতাবেক, "একটি দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যে ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত হয় তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।" একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ দেশের মুদ্রানীতি প্রদান ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

অর্থবিজ্ঞানী আর. পি. কেন্ট (R. P. Kent)-এর মতে, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার উপর জনকল্যাণের স্বার্থে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি ও হ্রাসের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে।"

অধ্যাপক সেয়ার্স (R. S. Sayers)- এর মতে, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের একটি অঙ্গ যা সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সমর্থনে তার গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণসহ দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আচরণকে প্রভাবিত করে।"

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। যেমন- বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক', ভারতে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া', ইংল্যান্ডে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' এবং যুক্তরাষ্ট্রে 'ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম' হল উল্লিখিত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

দেশের অর্থের বাজারের অভিভাবক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১. **নোট ও ধাতব মুদ্রার প্রচলনঃ** পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন করার ক্ষমতা রাখে এবং তা করে থাকে। অর্থনীতিবিদ ভেরা স্মিথ (Vera Smith) বলেন, '' কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি ব্যাংক ব্যবস্থা যাতে একটি ব্যাংকের নোট প্রচলনের সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার থাকে।" নোট ইস্যুর ক্ষেত্রে এ ব্যাংক ইস্যুকৃত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা করে।

২. **সরকারের ব্যাংকঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার ও আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংক সরকারের তহবিল জমা রাখে, বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় ও বিভিন্ন খাতের দেনা পরিশোধ করে এবং সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ, পরিচালনা ও প্রত্যার্পণের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রয়োজনবোধে এ ব্যাংক সরকারকে স্বল্পকালীন ঋণ প্রদান করে। এ ব্যাংক সরকারের আর্থিক পরিমর্শদাতা ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে থাকে।

৩. **অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য সকল তালিকাভূক্ত ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে থাকে। আইন অথবা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য ব্যাংককে তার আমানতী অর্থের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা বাধ্যতামূলক। এ আমানতী অর্থ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যে তহবিলের সৃষ্টি হয় অন্যান্য ব্যাংক প্রয়োজনে সেখান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

৪. **সর্বশেষ ঋণদাতা:** এ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। অধ্যাপক হট্রে বলেন, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল ঋনদানের শেষ আশ্রয়স্থল"। ব্যাংকগুলো কখনও আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয় এবং এ ব্যাংক প্রথম শ্রেণির বিনিময় বিল পুনঃবাট্টা করে কিংবা স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র জমা রেখে ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৫. **অন্যান্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকসমূহের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং খাত সংস্কারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৬. **নিকাশ ঘর:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তঃব্যাংক দেনা-পাওনার নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে চেকের আদান-প্রদানের ফলে পারস্পারিক যে দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার কাছে সংরক্ষিত তহবিলের সাহায্যে তার নিষ্পত্তি করে থাকে।

৭. **বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায়:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রায় তার বিনিময় হার স্থির রাখে এবং যাতে ঐ হার স্থায়ী হয় তার ব্যবস্থা করে থাকে। বস্তুত বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ ব্যাংক রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা করে এবং দেশের লেনদেন ভারসাম্যের পরিস্থিতি অনুকূলে আনার প্রচেষ্টা করে থাকে।

৮. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বাণিজ্যিক ব্যাংগুলোর ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সৃষ্ট ঋণ অর্থের মোট যোগানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় বলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলা বাজারী কারবার, নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন, ঋণের বরাদ্দকরণ, প্রত্যেক্ষ ব্যবস্থা, প্ররোচনা প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের পরিমাণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৯. **উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বার্ষিক বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাণিজ্যিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য এ ব্যাংক দেশের সামষ্টিক অর্থ ব্যবস্থার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

১০. **অন্যান্য কার্যাবলি:** এ কার্যাবালি ছাড়াও প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নোক্ত কতগুলো কাজ করে থাকে-

ক. এ ব্যাংক নিজ দেশে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে থাকে।

খ. এ ব্যাংক অর্থ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং ঐ ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দান করে।

গ. এ ব্যাংক সরকারের স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু ও উপার্জিত মুদ্রা সংরক্ষণ করে থাকে।

ঘ. উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যাংক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করে থাকে।

ঙ. কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ-তহবিল সরবরাহ করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের অভিভাবক -ব্যাখ্যা করুন।	

সারসংক্ষেপ

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক: যে ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে এবং অর্থ বাজারের অভিবাবক হিসাবে

কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজঃ i) †নাট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন ii) সরকারের ব্যাংক iii) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার iv) সর্বশেষ ঋণদাতা v) অন্যান্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ vi) নিকাশ ঘর vii) বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা viii) ঋণ নিয়ন্ত্রণ ix) উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিভাবে?

ক. বৈষম্যমূলক ঋণ দ্বারা　　খ. নৈতিক হস্তক্ষেপ দ্বারা
গ. নৈতিক প্রচারণা দ্বারা　　ঘ. ব্যাংক হারের পরিবর্তন দ্বারা

২। নোট প্রচলন করে কোন ব্যাংক?

ক. সোনালী ব্যাংক　খ. শিল্প ব্যাংক　গ. গ্রামীন ব্যাংক　ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক

৩। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে-

i. ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে
ii. সরকারের ব্যাংকার হিসাবে
iii. নোট ইস্যু ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রক হিসাবে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii　গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হলো-

i. মুনাফা সর্বোচ্চ করা
ii. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা
iii. উন্নয়ন ও জনকল্যাণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii　গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সেলিম, রহিম, আলতাব ও মহব্বত চার বন্ধু প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তারা চার বন্ধু মিলে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ জন্য তারা একটি ব্যাংকের কাছে ব্যাংক স্থাপন করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

৫। সেলিমরা চার বন্ধু কোন ব্যাংকের কাছে ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন?

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক　খ. রূপালী ব্যাংক　গ. অগ্রণী ব্যাংক　ঘ. শিল্প ব্যাংক

৬। চার বন্ধু যে ব্যাংকে আবেদন করেন তার কাজ হলো।

i. নোট ও মুদ্রার প্রচলন
ii. জনগণ থেকে আমানত সংগ্রহ করা
iii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা।
নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii　খ. i ও iii　গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ৮.৫ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা
(Banking System of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- চার্ট অংকন করা ইহার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা দেখাতে পারবেন;
- কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মস্থানের বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা মুল্যায়ন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে কৃষির উন্নয়নের সাথে সাথে শিল্প উন্নয়ন হচ্ছে। আমাদের মত একটি উন্নয়শীল দেশে মুদ্রা ব্যবস্থায় তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। মুদ্রা ব্যবস্থা অর্থাৎ আথিক প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক এবং সরকারের ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশের এর দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অন্যদিকে, জনগণের আমানত গ্রহন এবং সেই আমানত ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে বানিজ্যিক ব্যাংক। আবার দেশের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠি ও গ্রামীন অর্থনীতিসহ কৃষি উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন প্রকারের শিল্প উন্নয়নে বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো। নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা একটি সারণির মাধ্যমে দেখানো হল:

সারণি ৮.৫.১: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

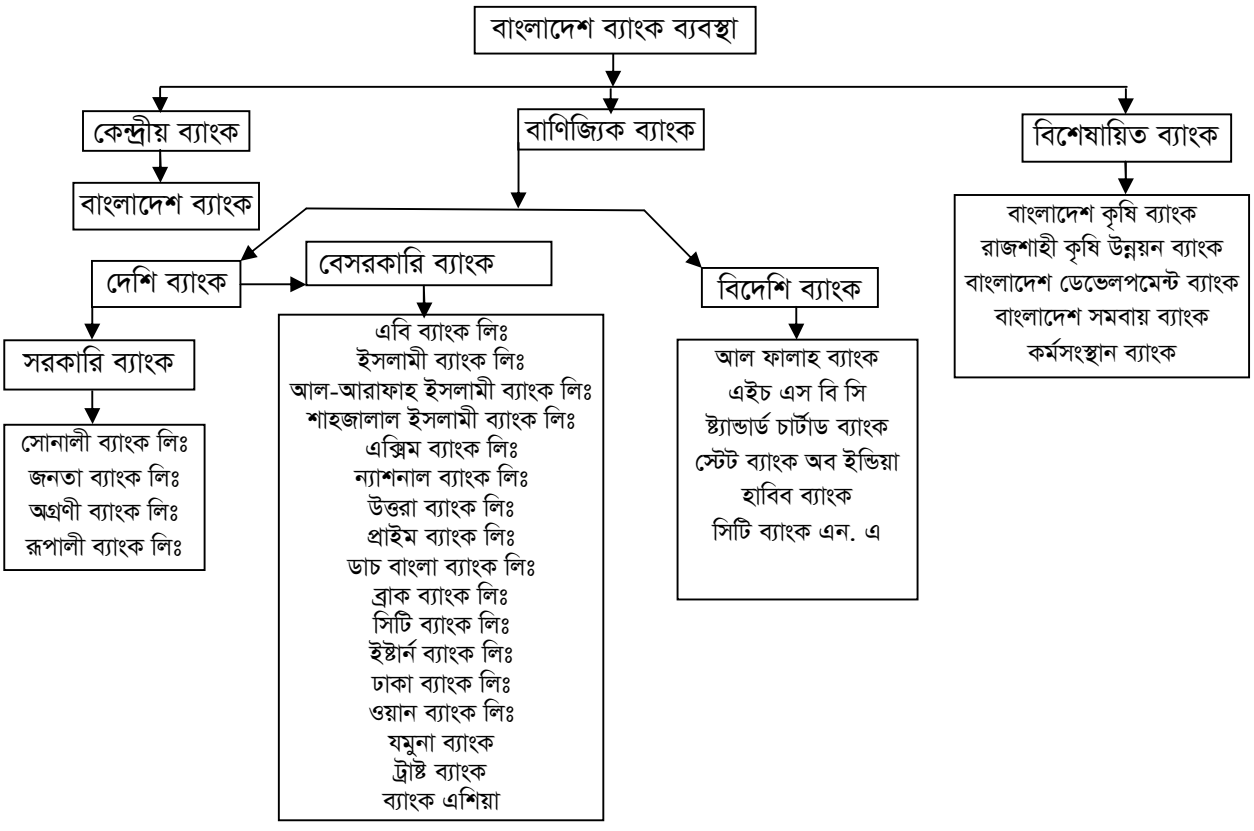

কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক অবদান রাখছে। এদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকের নেতৃত্ব দানের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি ''বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ-১৯৭২'' এর বলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক টেট ব্যাংক অব পাকিস্থান এর সকল সম্পদ এবং দায় দেনা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠান লাভ করে। বাংলাদেশের অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে মূল্যস্তর স্থিতিশীল বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে, অর্থাৎ এ দেশের কৃষি উন্নয়ন শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে এ ব্যাংক নিম্নোক্ত কাজগুলো করছে।

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভরশীল দেশ। আর এ দেশের বেশিরভাগ কৃষক দরিদ্র্য। বর্তমানে আধুনিকভাবে কৃষিকাজ করতে গেলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। আর এ মূলধনের জন্য প্রয়োজন ঋণের। আর এই কৃষিঋণ সরবরাহে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণ প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজন মাফিক ঋণ তহবিল প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা ও কৃষি পরিসংখ্যান তৈরি করে কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্পের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে। দেশের এই শিল্পের প্রসারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ তহবিল সরবরাহ করে। এ ছাড়া শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণি প্রসারে উদ্বুদ্ধকরণ ঋণ সহায়তা প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ পত্রের বিনিময়ে ঋণ প্রদান, নতুন ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দিয়ে এবং দেশের অনুন্নত এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপন করে অর্থের বাজারে প্রয়োজনীয় খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মস্থান এর ব্যবস্থা করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বাংলাদেশ ব্যাংক এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি অংশীদার তা আলোচনা করুন।	

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

একটি দেশের অর্থ সংক্রান্ত লেনদেন বেশির ভাগ হয়ে থাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পায়ন সহ আত্মকমসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক মালিকানার দিক থেকে দুই ভাগে বিভক্ত i) সরকারি মালিকানা ii) বেসরকারি মালাকানা। এখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হল:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। আর এজন্য কৃষি উন্নয়নের উপর এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের পেশা কৃষি কাজ। আর এ দেশের বেশির ভাগ

কৃষক দরিদ্র্য। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি কাজ করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর মূলধনের। কৃষক নিজেরা এই মূলধনের সংস্থান করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় কৃষি ঋণ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক এই কৃষিঋণ সরবরাহ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষকদের উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ জমিতে সেচের জন্য বিভিন্ন ধরণের গভীর ও অগভীর সেচযন্ত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে প্রচুর কুটির শিল্প রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক এ কুঠির শিল্পে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। বাংলাদেশের কৃষক এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে ১০ টাকা আমানত রেখে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে কৃষকরা অতিসহজে অর্থের লেনদেন করতে পারছে। এছাড়া এর মাধ্যমে এ দেশের কৃষকদের ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে অতি সহজে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের সকল জনগণের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এ ব্যাংক এ দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশের শিল্পায়ন তরান্বিত করছে। শিল্প কারখানার শিল্পের কাচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ শর্তে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানির মূলধন গঠনে সহায়তা করে।

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক এস. এম. ই. ঋণ প্রদান করে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করে। এ দেশে ব্যাংকগুলো রিক্সা ও ভ্যান ক্রয়, ছোট আকারের ব্যবসা, মুদি দোকান খোলা, পোল্ট্রি খামার স্থাপন, ডেইরী খামার স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিনের বিপরীতে ঋণ প্রদান করছে। এসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে এ দেশের প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি বড় ভূমিকা রাখছে- ব্যাখ্যা করুন।	

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এ দেশে সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত ব্যাংক। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর কৃষির গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষিতে স্বনির্ভরতা অর্জন তথা দেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭নং আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ১০৩১টি শাখার মাধ্যমে দেশে ব্যাংকটি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাংকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন এবং বিপণনের জন্য স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে।

১। এদেশের মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ এবং বেশিরভাগ কৃষক দারিদ্র্য। এর ফলে কৃষকের কৃষি কাজের ছোট খাটো ব্যয় নির্বাহের জন্য (যেমন, উন্নত বীজ কীটনাশক ঔষধ, জমি চাষ, ফসল বোনা, রোপন, কাটা, নিড়ানো ও মাড়াই প্রভৃতি জন্য ব্যয়) কৃষি ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণ বিতরণ করে। এ ঋণ সাধারণত ১ বৎসর বা ৬ মাস মেয়াদী হয়ে থাকে।

২। অগভীর নলকূপ স্থাপন, জমি সমতল করা, চাষাবাদ করার জন্য হালের গরু এবং ফসল ফলানো ও মাড়াই এর জন্য হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি, পাওয়ার টিলার ক্রয় করা প্রভৃতি কর্মকান্ডের জন্য এ ব্যাংক মাধ্যম মেয়াদী অথাৎ ১৮ মাস থেকে ৫ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

৩। আধুনিক কৃষি কাজের জন্য জমি ও ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, গুদামঘর নির্মান, গভীর নলকূপ স্থাপন, হিমাগার তৈরি, পানি জন্য খাল খনন, চা বাগানের উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক ৫ থেকে ২০ বছরের মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। কৃষি ব্যাংক কৃষিজাত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এ ব্যাংক থেকে বেকার যুবকরা ঋণ নিয়ে মৎস্য চাষ, রেশন চাষ, প্রোল্ট্রি খামার, ডেইরী খামার, মৌমাছি চাষ থেকে মধু উৎপাদন প্রভৃতি কাজ করে আত্মকর্মসংস্থান করার সুযোগ পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষির উন্নয়নে ঋণ প্রদান করে এদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখে- ব্যাখ্যা করুন।	

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

বাংলাদেশে বর্তমান শিল্পায়নের গতি বেশ ভাল। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রপতির ১২৮ নং আদেশ বলে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা এবং ১২৯ নং আদেশ বলে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠারের উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা। ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ডেলেভপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে ভেন্ডরস চুক্তি, স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একত্রীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ডেবেলপমেন্ট ব্যাংক। এ ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হল:

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃহৎ শিল্প যেমন সার শিল্প, চামড়া শিল্প, পাট শিল্প ও চিনি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিনিয়োগ করে। এ ছাড়া এ ব্যাংক গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান করে দেশের কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করছে। শিল্প উন্নয়ন করার জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন প্রয়োজন আবার পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নতুন শিল্প স্থাপনসহ পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। শিল্প কারখানার অনেক সময় স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন পড়ে। আর এ ব্যাংকটি সে ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক শিল্প উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান বিনামূল্যে প্রদানসহ শিল্পায়ন সম্পর্কিত গবেষণা করে এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

এ ব্যাংক বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে দেশের অর্থনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহণ বেড়ে গেছে। আর এই নারীদেরকে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ঋণ প্রদান করে।
এই ব্যাংকটি বেসরকারী শিল্প উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা দান ও শিল্পের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বৃহৎ শিল্প উন্নয়নে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা লিখুন।	

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ এবং এ দেশের বেশিরভাগ মানুষের পেশা কৃষি। এ কৃষি উন্নয়নে সমবায় ব্যবস্থা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই চিন্তা চেতনা থেকে বাংলাদেশ সমবায় নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত ব্যাংকে সমবায় ব্যাংক বলে। স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে পারস্পরিক সহায়তা প্রদান করাই এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড সরকার ও দেশের সমবায়ীর যৌথ মালিকানায় পরিচালিত। এ ব্যাংকের ৮৬% মালিক সমবায় প্রতিষ্ঠান ও ১৪% মালিক বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রয়োজন মোতাবেক এ ব্যাংক কৃষিঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ প্রদানের প্রধান খাতগুলো হল কৃষি, কৃষির উন্নয়ন, বিভিন্ন মৌসুমে ধান চাষ, রবি ও খরিপ মৌসুমে ফসল ও শাকসবজি উৎপাদন, বিভিন্ন প্রকার কৃষি উপকরণ (যেমন, সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ), সেচ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি। কৃষি ঋণের মেয়াদ হয় তিন ধরণের i. স্বল্পকালীন ৬ মাসের জন্য ii. মধ্যম মেয়াদী ২ বছরের জন্য ও iii. দীর্ঘকালীন ২ এর বেশী বছরের জন্য।
এ দেশের প্রচুর বেকার যুবক ও যুবমহিলা রয়েছে। এ ব্যাংক এ ধরণের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকারের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অংশীদার এ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড। এ ব্যাংক মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, পশুপালন ও উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার জন্য বিনিয়োগ করে থাকে। এর ফলে এ দেশে বেকারত্ব হ্রাসসহ দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
সমবায়ীদের দেশের কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের গুরুত্ব আলোচনা কর।	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাঃ বাংলাদেশের ব্যাংক তিন ভাগে বিভক্ত, i. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ii. বাণিজ্যিক ব্যাংক iii. বিশেষায়িত ব্যাংক।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক
- বাণিজ্যিক ব্যাংক: মালিকানার দিক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক দুই ভাগে বিভক্ত i. †দশি মালিকানা ii. বিদেশি মালিকানা আবার দেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানা দুই ভাগে বিভক্ত: i. সরকারি মালিকানা ii. †বসরকারী মালিকানা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের কৃষি ঋণের মেয়াদ
ক. দুই ধরণের খ. তিন ধরণের গ. চার ধরণের ঘ. পাঁচ ধরণের

২। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক হল
ক. বিদেশি ব্যাংক খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

৩। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়–

i. ২০০৯ সালে

ii. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা প্রকীভূত হয়ে।

iii. ১৯৭২ সালে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক তার অর্থনীতি ছাত্রদেরকে একটি সিনেমা দেখাচ্ছিল। সিনেমায় প্রাচীনকালের সমাজ ব্যবস্থা দেখানো হচ্ছিল। এ সিনেমায় এক পর্যায়ে একটি বাজারের দৃশ্য দেখা গেল। একদল মানুষ তাদের ফসলের বিনিময়ে সংগ্রহ করছে। ছাত্ররা শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করল এই ব্যবস্থা সম্পর্কে তখন শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে বলল ''মুদ্রা প্রচলনের পূর্বে মানুষ এভাবেই লেনদেন করতো"। তবে প্রথাটি প্রতিনিয়ত দ্রব্যের একক পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করতো।

ক. মুদ্রা কি?

খ. কাগজী নোট বলতে কি বুঝ?

গ. সিনেমায় যে লেনদেন ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত শিক্ষকের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

২। করিম একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে। এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরকারের অর্থনৈতিক বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। আর বশির অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে। এ প্রতিষ্ঠানে জনগণ তাদের অর্থ জমা রাখে এবং লাভ পায় আবার এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ করে থাকে।

ক. অর্থ কি?

খ. বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে অর্থের কার্যবলী বর্ণনা কর।

গ. বশিরের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. করিম ও বশিরের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য সমূহ বিশ্লেষণ কর।

৩। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হল কৃষি ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি।

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কি?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন কোন কাজটি করে না।

গ. উপরিউক্ত ব্যাংকের মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং কেন?

ঘ. উপরোক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিভাবে অবদান রাখছে তা বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা

উত্তরমালা

পাঠ ৮.১:	১। খ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ		
পাঠ ৮.২:	১। ক	২। খ	৩। গ	৪। ঘ	৫। ক	৬। গ
পাঠ ৮.৩:	১। ক	২। খ	৩। ক	৪। ঘ	৫। ক	৬। গ
পাঠ ৮.৪:	১। ঘ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। গ	৫। ক	৬। খ
পাঠ ৮.৫:	১। খ	২। ঘ	৩। ক			